দলের নির্দেশ অমান্য করে পুরশুড়ায় সভাপতি, সহসভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বৃহস্পতিবার হুগলির খানাকুল ১নং ও ২নং পঞ্চায়েত সমিতি এবং পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতিতে বোর্ড গঠিত হল। খানাকুল ১নং পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রত্যাশা মতোই সভাপতি হয়েছেন ঝুমা বাগ। ঝুমাদেবী হলেন তৃণমূল ব্লক সভাপতি অভিজিৎ বাগের স্ত্রী। পঞ্চায়েত নির্বাচনের শুরুতে অভিজিৎ বাগ জেলা পরিষদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু দল ওই আসনে দলেরই পুরানো নেতা শৈলেন সিনহাকে প্রার্থী হিসাবে চেয়েছিল। তাই অভিজিৎ বাগ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তখনই দলের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল পঞ্চায়েত সমিতিতে তাঁর স্ত্রী ঝুমা বাগকে সভাপতি করা হবে। তাই এদিন তিনি সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। যদিও এর কয়েকদিন আগে তাঁর নির্বাচনকে ঘিরে কয়েক প্রস্থ নাটক হয়ে যায়। দলেরই একাংশ চেয়েছিল সভাপতি পদে পুনরায় বসুক সাজিয়া বেগম। কিন্তু দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, প্রতিশ্রুতি মতো ঝুমা বাগকে সভাপতি না করলে একযোগে তাঁদের অনেকেই পদত্যাগ করবেন। এমনকী দলের খানাকুল ২নং ব্লক সভাপতি অসিত সাঁতরাও পদত্যাগ করবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন। এরপরেই দলের পক্ষ থেকে পুরানো প্রতিশ্রুতি রাখা হয়। এছাড়াও এদিন সহসভাপতি মনোনীত হয়েছেন নইমুল হক ওরফে রাঙা। তিনি গত পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের আসনে জয়ী হয়ে কর্মাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। এবার তিনি সহসভাপতি হওয়ায় দলের সংগঠনের পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন যে আরও ত্বরান্বিত হবে এমনটাই দাবি করেছেন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য। অন্যদিকে এদিন খানাকুল ২নং পঞ্চায়েত সমিতিতে সভাপতি হয়েছেন দুখিরাম দোলুই এবং সহসভাপতি হয়েছেন আবু হায়েত মল্লিক। তবে এদিন একপ্রস্থ নাটক হয়ে গেল পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতিতে সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচনকে ঘিরে। জানা গেছে, দলের পক্ষ থেকে এই দুই পদের জন্য করবী ঘোষ ও শ্যামলী ধাড়াকে মনোনীত করা হয়েছিলেন। কিন্তু এদিন এই দুই পদের নির্বাচনের সময় হাত তুলে বেশির ভাগ সদস্য-সদস্যা সভাপতির পদে মোমিন মিদ্যা পণ্ডিত ও সহসভাপতি পদে প্রিয়াঙ্কা ঢালিকে সমর্থন করেন। ফলে এই দুজনেই সভাপতি ও সহসভাপতি পদে আসীন হয়ে যান। জানা গেছে, এই দুজনেই তৃণমূল ব্লক যুব সভাপতি খোকন মল্লিকের অনুগামী। তবে দলের নির্দেশ অমান্য করে নিজের পছন্দমতো দুজনকে পদ বসানোয় খোকন মল্লিকের উপর জেলা নেতৃত্বের একাংশ তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। তাঁরা বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট হিসাবে পাঠাচ্ছেন বলেও জানা গেছে।

কামারপুকুর মঠে বিধানসভার অধ্যক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ বৃহস্পতিবার হুগলি জেলার কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান পরিদর্শন করলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে তাঁর সহধর্মিনী ছাড়াও অন্যান্য আত্মীয়রা ছিলেন। প্রথমে তাঁরা কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যান। সেখানে মঠের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজী মহারাজ তাঁদেরকে সাদর আমন্ত্রণ করেন। এরপর ঠাকুরের যে জ্যোতিতে শিবলিঙ্গ থেকে ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল সেই যোগী শিবমন্দিরে শিবের মাথায় জল ও ফুল দিয়ে পুজো করেন। তারপর ঠাকুরের নিজের হাতে লাগানো আমগাছটিকে স্পর্শ করেন এবং ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টা করেন। এরপর ঠাকুরের মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে ঠাকুরের যে জীবনকাহিনী আছে সেগুলি ঘুরে দেখেন। এরপর ঠাকুরের ভোগ গ্রহণ করেন। ঠাকুরের মন্দির খোলার পর তিনি সাদা পদ্মফুল দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুজো করেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। একে একে রঘুবীর মন্দির, ঠাকুরের বসতবাটী, বৈঠকখানাসহ ঠাকুরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন। এরপর তিনি মা সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটীর উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

যাওয়ার আগে কথা দিয়ে যান সময় পেলে অবশ্যই ফেরার পথে কামারপুকুর মঠে আসবেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করবেন। এদিন তাঁর সঙ্গে মঠের অধ্যক্ষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, গোঘাট ২নং বিডিও অরিজিৎ দাস প্রমুখ।

দল ছাড়লেন তৃণমূল ব্লক সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ দলের জন্য জীবনে বার বার আক্রান্ত হয়েছেন। বাম নেতাকর্মীদের রোষানলে পড়ে প্রাণহানির আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল। তারপরেও দলকে ভালোবেসে দলের জন্য কাজ করে গেছেন। দলকে শূন্য থেকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে দক্ষ কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করে এসেছেন। কিন্তু দলের সুসময়ে তিনি বারে বারে ব্রাত্য থেকে গেছেন। এমনকী দলীয় কর্মীদের হাতেই নিগৃহীত ও প্রহৃত হতে হয়েছে। তাই ক্ষোভে, দুঃখে শেষ পর্যন্ত দলই ছেড়ে দিলেন হুগলির পুরশুড়া ব্লকের তৃণমূল সভাপতি জয়দেব জানা। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন তিনি কংগ্রেসি ঘরানার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে তিনি যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এরপর মাঝে ২০০৩ থেকে ২০০৫ এই সময়টুকু বাদে ১৯৯৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত একটানা তিনি ব্লক সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তারপরেও বিধায়ক, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কোনও পদেই দল তাঁকে বসায়নি। তাই বর্ষীয়ান এই নেতার অভিমান ছিলই। কিছুদিন আগে দলেরই বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর কিছু নেতাকর্মী তাঁকে মারধর করে পা ভেঙে দেয়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে এলেও দল দোষীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাই ক্ষোভ ছিলই। দলের কাছে তাঁর আশা ছিল, এবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে তাঁকে যেন বসানো হয়। কিন্তু দলের জেলা নেতৃত্ব তাঁর সেই ইচ্ছার কোনও গুরুত্বই দেননি বলে অভিযোগ। আর তাই দলের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করলেন জয়দেববাবু। তিনি পরিষ্কার জানালেন, দলের কোনও পদেই তিনি আর থাকবেন না। এমনকি প্রাথমিক সদস্য পদও ছেড়ে দিচ্ছেন। সদ্য জিতে আসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যপদও ত্যাগ করছেন। তাই দলের জেলা সভাপতির কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে এসেছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, যে দলে থাকব না সেই দলের হয়ে জিতে আসা পদও নেব না। এরপর কি অন্য দলে যোগ দেবেন? জয়দেববাবুর সাফ কথা, আর রাজনীতি করব না। তাই অন্য দলে কোন দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। এদিকে জয়দেববাবুর এই পদত্যাগে অশনি সংকেত দেখছেন দলেরই বেশ কিছু নেতা। তাঁদের কথায়, প্রতিটি ব্লকেই এভাবে পুরানো নেতাদেরকে প্রায় সময়ই অপমানিত, লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। তাঁদেরকে মাথা নিচু করে থাকতে হচ্ছে। তাই জয়দেববাবু যা করেছেন ঠিকই করেছেন। সারাটা জীবন দলের জন্য কাজ করার পরেও তাঁকে যেভাবে মারধর করা হয়েছে তা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। উনি মাথা উঁচু করে মেরুদণ্ড সোজা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাকিরাও এরপর তাঁর দেখানো পথে এগিয়ে গেলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

চন্দননগরে স্কুলরুমের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বিপদে ছাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ প্রাথমিক বিভাগ এবং সেকেণ্ডারি বিভাগ একই চত্বরে চলে। প্রাথমিক বিভাগ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ১২টি ঘরে তাদের স্কুল চলে। কিন্তু খাতায় কলমে স্কুল ভবনের মালিক তাঁদের ৭টি ঘর বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রাথমিক বিভাগে প্রায় ৩০০জন ছাত্রী রয়েছে। মাত্র ৫টি ঘরে এত পড়ুয়ার স্থান সংকুলান কি করে হবে তা নিয়ে আতান্তরে প্রাথমিক বিভাগ কর্তৃপক্ষ। তাঁদের আরও অভিযোগ, এতদিন ধরে পড়ুয়াদের জন্য ৯টি শৌচাগার খোলা থাকত। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে সাতটি শৌচাগার সেকেণ্ডারি স্কুল কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে। তার ফলে ছোট ছোট মেয়েরা সমস্যায় পড়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা। তাঁদের বক্তব্য, সেকেন্ডারি স্কুল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে প্রাথমিক স্কুল থেকে অনেককেই বাদ পড়তে হবে। মেয়েদের তাঁরা কোথায় ভর্তি করাবেন অভিভাবকরা তা ভেবে পাচ্ছেন না।

বুধবার সকালে অভিভাবকদের একাংশ স্কুলে বিক্ষোভ দেখান। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারিও তাঁরা দিয়েছেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, গোটা বিষয়টি তাঁরা লিখিতভাবে স্কুল পরিদর্শককে জানিয়েছেন।

আগুনে ঝলসে জখম তিন শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মগরা ঃ হুগলির মগরা থানার সপ্তগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বাঁশবেড়িয়া বড়পাড়া মোড়ের কাছে প্রতিদিনের মতো এদিনও তিনটি বাচ্চা খেলছিল। সেই সময় হঠাৎই ওই তিন বাচ্চা আগুনে ঝলসে যায়। কিভাবে তা হল তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারও দাবি, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের একটি তার ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে তার সংস্পর্শে এই ঘটনা ঘটেছে। অন্যদের দাবি, বজ্রপাতের ঘটনায় এটি হয়েছে। এই ঘটনায় তিন বাচ্চাই গুরুতর জখম হয়। তারা হল সাহিদ (৭), মফিরুল সেখ (৯) ও ফারহান আনসারি(৮)। তাদের শরীরের বেশ কিছুটা পুড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বিদ্যুৎদপ্তরে ও মগরা থানায় খবর দেন। এরপর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে বাচ্চাদেরকে উদ্ধার করা হয়। তাদেরকে প্রথমে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ও পরে কলকাতার পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কজনক। ঘটনাস্থলে ছুটে যান হুগলির গ্রামীণ পুলিশের ডি এস পি, ডি এন টি প্রসূন ব্যানার্জী, মগরা থানার ওসি দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য, বাঁশবেড়িয়া পুরসভার উপপুরপ্রধান আদিত্য নিয়োগী, সিআইসি অমিত ঘোষ, কার্যকরী সভাপতি দেবারাজ পাল প্রমুখরা।

আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ান গোঘাট

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর বিবেকানন্দ যুবক সংঘের পরিচালনায় বৃহস্পতিবার ৪১তম আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এদিন চূড়ান্ত খেলায় অংশগ্রহণ করে গোঘাট উচ্চবিদ্যালয় ও বাজুয়া উচ্চবিদ্যালয়। গোঘাট হাইস্কুল ৪-১ গোলে পরাজিত করে বাজুয়া হাইস্কুলকে। কামারপুকুর মেলাতলা মাঠে এদিন উপস্থিত ছিলেন কামারপুকুর মঠের প্রবীন সন্ন্যাসী স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী মহারাজ, কামারপুকুর পঞ্চায়েত প্রধান তপন

মণ্ডল, প্রাক্তন প্রধান সুচাঁদ কারক, রামকৃষ্ণ বহুমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৌতম আশ, ভি এস বি ক্লাবের কর্ণধার জগবন্ধু ঘোষ, কোতুলপুর ইলেভেন বুলেট ক্লাবের প্রতিনিধি মধুসূদন মল্লিক, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, বারিদ বরণ সাহানা ও মধুসূদন নন্দী এবং অনীতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিদ্যালয় নিরাপত্তা সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলি জেলার গোঘাট ১নং ব্লকের উদ্যোগে বিদ্যালয় নিরাপত্তা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। বৃহস্পতিবার এই শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, বজ্রপাত, সাপের কামড় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ১নং বিডিও অনন্যা ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, হুগলি জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আধিকারিক হিমাদ্রী মৈত্র, আরামবাগ মহকুমা বিপর্যয় আধিকারিক হেমন্ত চক্রবর্তী, গোঘাট ১নং ব্লক বিপর্যয় আধিকারিক শ্যামচরণ দাস, আরামবাগ মহকুমা অগ্নি নির্বাপক আধিকারিক সুব্রত দাস, তারকেশ্বর

গ্রিন মেটস-এর প্রতিনিধিরা ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। এদিন হিমাদ্রীবাবু ভিডিওগ্রাফির মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে বন্যার সময় নিরাপদ জায়গায় যাওয়া যায় তা দেখান। রেডিও বা ফোনের মাধ্যমে কিভাবে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম বার্তা মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায় তা তুলে ধরেন। সাপে কাটলে রোগীকে ওঝা বা ধর্মস্থানে না নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দেন গ্রিন মেটসের সদস্যরা।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ। মৃতার নাম চায়না সাঁতরা(৩৩)। বাড়ি হুগলির হরিণখোলার বিরাটী গ্রামে। জানা গেছে, বুধবার দুপুরে তিনি বাড়ির বাথরুমে গলায় দড়ি ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন। ওই সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। পরে সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে ফিরে এসে স্বামী ও ছেলে তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তখনই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

মাদ্রাসা খোলার দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ চুঁচুড়ায় ২০০ বছরের প্রাচীন হুগলি মাদ্রাসা খোলার দাবিতে এবার সরব হল ফুরফুরা শরিফ আহলে সুন্নাতুল জামাত অ্যাসোসিয়েশন। এই মাদ্রাসা খোলার দাবিতে চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে হাজারের বেশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের ক্ষোভ উগড়ে দেন। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে সংগঠনের সদস্যরা মাদ্রাসা খোলার জন্য জেলাশাসকের দফতরে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। এদিন ঘড়ির মোড়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের কর্ণধার পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি বলেন, তাঁদের এই আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে নয়। এখানে তাঁদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্যই তাঁদের আন্দোলন। দেশের বহু দুঃস্থ মেধাবী সংখ্যালঘু ছাত্র আজ অর্থের অভাবে পড়তে পারছে না। অথচ এই মাদ্রাসা চালু হলে অনেক দুঃস্থ ছাত্রই কম খরচে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতে পারবে। তিনি বলেন, সেখানে মাদ্রাসা না খুলে মাদ্রাসার ভিতর সরকার অনুসন্ধান কেন্দ্র খুলেছে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে মাদ্রাসা থেকে অনুসন্ধান কেন্দ্র সরিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে এই অনুসন্ধান কেন্দ্রের জন্য মাদ্রাসার বাইরে তাঁরা দুই বিঘে জমিও দেবেন। পাশাপাশি তাঁরা দাবি করেন, মাদ্রাসায় পিএসসি-র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। ছাত্রদের আনার দায়িত্ব তাঁদের। এরই সাথে আব্বাস সিদ্দিকীর অভিযোগ, মাদ্রাসার ভিতর মসজিদ বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের নামাজ পড়ার মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে মাদ্রাসা খুলতে হবে। মাদ্রাসার ভিতর বন্ধ মসজিদও খুলতে হবে। নতুবা তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে উত্তম কুণ্ডু গোষ্ঠীর জয়

জীবন মণ্ডল ● তারকেশ্বর

টানটান উত্তেজনায় ভোটাভুটির মধ্যে দিয়ে হুগলির তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি নির্বাচিত হল বৃহস্পতিবার। সভাপতি নির্বাচিত হলেন ফিরদৌস পারভিন ও সহসভাপতি হলেন প্রদীপ সিংহরায়। সভাপতির পদের জন্য দলীয়ভাবে নাম ঘোষণা করা হয়েছিল শিখা ঘোষের। তাঁর বিপক্ষে ছিলেন ফিরদৌস পারভিন। ২৯টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্টের ১ সদস্য অনুপস্থিত থাকায় ২৮জন সদস্যের মধ্যে শিখা ঘোষ ভোট পায় ১৩টি ও ফিরদৌস পারভিন ১৫টি ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। সহসভাপতি প্রদীপ সিংহরায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুমনা ঘোষ। এক্ষেত্রে ১৩টি ভোট পান সুমনা ঘোষ। ১৫টি ভোট পেয়ে জয় লাভ করেন প্রদীপ সিংহরায়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচন ঘিরে তারকেশ্বর দুই গোষ্ঠী উত্তম কুণ্ডু ও স্বপন সামন্তর মধ্যে লড়াইয়ে জয়লাভ করল উত্তম কুণ্ডু গোষ্ঠী। সভাপতি দলের জন্য ভোটাভুটিতে গিয়ে উত্তম গোষ্ঠী যেমন দলীয় নির্দেশ অমান্য করেছে, অন্যদিকে সহসভাপতির ক্ষেত্রে ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করে স্বপন সামন্ত গোষ্ঠীও দলের নির্দেশ অমান্য করে। বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা পঙ্কজ কারকের অদৃশ্য সমর্থনে জয়লাভ করল উত্তম কুণ্ডু গোষ্ঠী। তবে এই নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিডিও অফিস চত্বর এলাকা চলে যায় পুলিশি ঘেরাটোপের অধীনে। প্রায় ৪০০ সিভিক ভলেনটিয়ারের সমন্বয়ে ডিএসপি অরিন্দম দাসের উপস্থিতিতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচন বোর্ড গঠনে প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে সভাপতি, সহসভাপতি কর্মাধ্যক্ষ সমস্ত ক্ষেত্রেই জেলার দায়িত্বে থাকা অসীমা পাত্রের একক সিদ্ধান্তেই দলের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। দীর্ঘদিনের পুরানো দলীয় কর্মীদের অবহেলা করে অসীমা পাত্র তাঁর নিজের অনুগামীদের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার জন্যই বীতশ্রদ্ধ হয়েছে বহু পুরানো তৃণমূল কর্মী বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলি জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন অসীমা পাত্র ও প্রবীর ঘোষালের মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা অসীমা পাত্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দলের ভাঙনের পেরেক পুঁতলো বলে বলা যায়। পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, পুরশুড়াসহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দলীয় কর্মীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রধান, উপপ্রধান নির্ধারণ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতির পদেও নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এই সব কিছুই প্রমাণ করে দেয় স্থানীয় নেতৃত্বকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই দীর্ঘদিনের পুরশুড়ার প্রবীন নেতা জয়দেব জানা সহ বহু পুরানো কর্মী দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলের কাছে সম্মান পায়নি এরকম পুরানো কর্মীদের বলে টানার জন্য বিরোধী দলগুলো বিশেষ করে বিজেপি প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলকেই কাজে লাগিয়ে জয়ের আশায় রয়েছে বিজেপি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রবীন এক নেতা জানান, অবিলম্বে স্থানীয় স্তরের আলোচনা মাধ্যমে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কখনই স্থানীয় নেতৃত্ব মেনে নেবে না। কারণ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে রক্ত ঝরিয়ে ছিলেন যে সমস্ত মানুষগুলো তাঁদেরকেই আজ অবহেলার পাত্র হতে হচ্ছে।

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলি জেলার দলীয় কোন্দল মেটাতে এমন কাউকে দায়িত্ব দিক যার সঠিক সিদ্ধান্ত দীর্ঘায়ু করবে দলকে। একই দলের দুই গোষ্ঠীর নির্বাচনে ঠিক হবে সভাপতি, সহসভাপতির পদ সে কারনেই আবির বিক্রেতারাও জানে যে পক্ষই জিতুক বিক্রি হবে সবুজ আবির। সবুজ আবির নিয়ে বিক্রির জন্য বসেছিলেন তাঁরা। দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে ভোটাভুটিতে জয়লাভের পরে আবির মেতে ওঠেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/ মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এণ্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।